দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...APR. 6 ..1999
পৃঃ ৫ কলাম ২

আমাদের প্রাথমিক ও মধ্যস্ত শিক্ষার চিত্র ঃ প্রতিকারের

ইবনে হিশাম

১৩ই মার্চ, ১৯৯৯, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বাংলাদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা' সম্পর্কিত জাতীয় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের আজকের উচ্চ স্তরের শিক্ষার অনেক সমস্যার মধ্যে একটি হচ্ছে এর রুগ্নতা। এই রুগ্নতার উৎস সন্ধান করা আমাদের জরুরি কর্তব্য ঃ এর উৎস আমাদের প্রাথমিক ও মধ্যস্তরের শিক্ষায়" (দৈনিক সংবাদ ১৫-৩-৯৯)। এরপর প্রাথমিক ও মধ্যস্তরের শিক্ষার হালচালের পরিচয় দেননি। আমরা এ ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাই।

শুরু করা যাক প্রাথমিক শিক্ষার হাল হকিকত দিয়ে। এক সময়ে বাংলাদেশে যারা শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন তাদের বিদ্যার বহর খুব বেশি ছিল না। তবে পেশায় তারা আন্তরিক ছিলেন। মেরে-পিটে যেভাবেই হোক তারা শিক্ষার্থীদের শেখাবার চেষ্টা করতেন। এদের বলা হতো পণ্ডিত। অবশ্যই পণ্ড হয়ে যাবার অর্থে নয়। তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি চাকুরে করা হয়নি। সরকারিকরণের পর দেখা গেল, একশ্রেণীর নিয়োগ কর্তা বাছ-বিচার না করে অর্থের বিনিময়ে এমন কিছু লোককে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলেন, যাদের অনেকেই ঐ পেশার আদৌ উপযুক্ত নয়। এদের অধিকাংশই স্বাধীনতার পর মাঠে-ময়দানে পরীক্ষা নামের প্রহসনে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করে সনদপ্রাপ্ত। এতে নিয়োগকর্তারা ফুলে- ফেঁপে কয়েক পুরুষের সুখে থাকার ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরিণতিতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হতে থাকলো। আজ পর্যন্ত সেই দুষ্ট চক্রের অভিঘাত জাতিকে বহন করতে হচ্ছে। তবে সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (সরকারি) শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টির কিছুটা উন্নতি হলেও সামগ্রিক শিক্ষার তেমন উন্নতি হয়নি। কারণ নিয়োগপ্রাপ্তদের অনেকেই শহরকেন্দ্রিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামের দূর-দূরান্তে হওয়ায় যাতায়াত এবং ক্লান্তি দূর করতেই শিক্ষকদের সময় চলে যায়। পড়াবে কখন? আবার অনেকে সমঝোতা করে সপ্তাহে দু একদিন স্কুলে যান না। পরিদর্শনের কাজে যারা নিয়োজিত তারা বদলি আর কাঙ্ক্ষিত স্থানে নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে ধান্দায় থাকেন। পরিদর্শনে যাবার প্রয়োজন মনে করেন না। গেলেও কলাটা-মূলোটার দিকে নজর পড়ে থাকে। সত্যিকার হাতে গোনা শিক্ষাকদের মূল্যায়ন হয় না। ফলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি পেতে পারে, তা বোধকরি বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও দেশে অসংখ্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য যোগ্যতার কোন মাপকাঠি ছাড়াই স্ব-উদ্যোগে কিছু সনদপ্রাপ্ত বেকার স্কুল খুলে বসে আছে। তারা তাদের চাকরি সরকারি করার জন্য উদ্বাহু। এদের উৎপাদিত শিক্ষার্থীরা কি শিখবে, দেশবাসী, বিশেষ করে শিক্ষানুরাগীরা ভেবে দেখেছেন কি?

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মান আরো ভয়াবহ। কিছু কিছু সরকারি স্কুলের অনেক শিক্ষক ভাল। তবে বেসরকারি স্কুলের (বিশেষত গ্রামের) বেশিরভাগ শিক্ষককে শিক্ষক বলা যায় না। এর অন্যতম কারণ, বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোন নিয়ম-নীতি নেই। চাঁদির জুতো, মামার জোর অথবা কোন দলীয় কারখানাভুক্ত হলে বেসরকারি স্কুলের সুলভ চাকরিটি মিলে যায়। অনেক সময় ভাল ফল করা জানা- শোনা প্রার্থীকে কৌশলে বাদ দেয়া হয়। এ অবস্থায় ঐসব তথাকথিত শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীরা কি আশা করতে পারে? এদের কাছে শিক্ষা নামের তালিম নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনভাবে ভর্তির সুযোগ করে নিয়ে অনেকে দলীয় কারখানায় নাম লেখিয়ে সন্ত্রাসী সাজছে। অথচ দুর্ভাগ্য, সরকার তথা জনগণকে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা গুণতে হচ্ছে প্রতি মাসে।

কলেজ শিক্ষার চিত্র অধিকতর অক-থনীয়। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের স্থিতিশীল অবস্থা মোটামুটি ফিরে আসার আলো যখন দেশবাসী প্রত্যক্ষ করার অবকাশ পেতে শুরু করলো, তখন ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে সর্বনাশ করলো। সস্তা জনপ্রিয়তার অভিলাষে নামমাত্র কলেজকে সরকারি করে জাতির ঘাড়ে কিছু শিক্ষক নামের মানুষের সুখে থাকার বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো। এতে ছাত্র সমাজ তথা জনগণ প্রকৃত শিক্ষা থেকে প্রবলভাবে হলো বঞ্চিত। সর্বনাশের এখানেই শেষ হয়নি, তখন থেকে অলিতে-গলিতে কলেজ নামের তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে প্রতিনিয়ত।

বেশ কিছুদিন ধরে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক, এমনকি ডিগ্রি পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষাগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে পরীক্ষায় নকলের সুযোগ করে দিচ্ছেন একশ্রেণীর স্কুল-কলেজের শিক্ষক (মদ্রাসার বিভিন্ন পরীক্ষায় ধর্মের ধ্বজাধারীরা ধর্মীয় আদর্শকে কতখানি পদদলিত করেছে, তার জন্য স্বতন্ত্র আলোচনার দরকার)। সনদলোভীরা ভিড় করছে নকল করার অভয়ারণ্যে। এরা বাড়তি নকল ফি দিয়ে ঐসব স্কুল-কলেজ থেকে পরীক্ষা নামক প্রহসনে অংশগ্রহণ করে বাজিমাৎ করছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, নানা কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষকতার পেশা আয়ত্তকারীরা সপ্তাহে দু তিন দিনের বেশি প্রতিষ্ঠানে যান না। শিক্ষক নামের এসব মানুষ সরকার তথা জনগণের বিরাট অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করছেন। যার ফলে গোটা জাতি শিক্ষাশূন্য সীমাহীন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের এই অতীব জরুরি বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী
খোলাখুলি মূল্যায়ন
স্পর্শকাতর অথচ জা
বিষয়টি সম্পর্কে সত্য
প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই তো
সেই আশংকায় জেনে
আছেন, কিন্তু আর ক
দর্শকের ভূমিকায় অ
নির্মূল বলুন আর অ
বলুন, কোনটাই ক
আমাদের বিশ্বাস,
বিরোধীদলগুলো যদি স
ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির জন
তবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ
সুফল আসবে অদূর ভবিষ্য

এক বেসরকারি প্রাথমি
বিদ্যালয় এবং কলেজ
নিয়োগের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট
করতে হবে। ডিগ্রি বা এম
শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত
বলে বিবেচিত হবেন না।
শেষ ডিগ্রি পর্যন্ত পরীক্ষাগু
৫৫% নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীরা শি
আবেদন করতে পারবেন। উ
প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক প
উত্তীর্ণদের তালিকা প্রণয়ন কর
অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

...চুরমার হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই
টেম্পো যাত্রী নিহত হয়। অপ
হাসপাতালে নেয়ার পথে মা
নিহতদের দুই জনের পরিচ
গেছে। তারা হলো শহরের
রোডের রাইকমল ফার্মেসির মালি
সাহা পিন্টু (৩৫) ও কালিহাতির
হোসেন (৪৫)।

জগন্নাথপুরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম উদ্বোধন

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) থে
প্রতিনিধি ঃ জগন্নাথপুর থানার পা
নিয়নের রসুলগঞ্জ আবদুল কাদি
নেছা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
দ্বোধন উপলক্ষে সম্প্রতি এক
রসুলগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত হয়
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও
টির সভাপতি আবদুল কাদির
তিত্বে এতে প্রধান অতিথি
জেলা আওয়ামী লীগে
সিদ্দিক আহমদ। বিশে
জেলা আওয়ামী লীগের
বস্থাপনা সম্পাদক জিল্লু
ব্য রাখেন প্রভাষক
হরাব আলী, মাস্টা
সদস্য তফজ্জুল
শফিকুল আলম,
মোঃ রাজা মিয়া
প্রমুখ।